১৮
তারিখ ... APR. 2 2 1999
পৃষ্ঠা: ৬ . কলাম .. ৭ .....
দৈনিক ইনকিলাব

ছাত্র নেতৃবৃন্দের বক্তব্য

কাংক্ষিত ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠছে না কেন?

জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বরাবরের মত এবারের পরিস্থিতি এক রকম নয়। এটা সরকারও বুঝতে পেরেছে। কেননা বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদের মাঠে নামার আহবান জানিয়েছেন। সম্প্রতি ছাত্র দলের বর্ধিত সভায় তিনি এ আহবান জানান। তার প্রাণের সংগঠন ছাত্র দলও এ আহবানে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে ছাত্র আন্দোলনের গন্ধ এখনো অনুপস্থিত। খুব বেশী দূরে নয়– যারা '৯০-এর আন্দোলন দেখেছেন তারাই জানেন কিভাবে সেদিন ছাত্র আন্দোলন ফুঁসে উঠেছিল। সেদিন নিপীড়ন-নির্যাতন তথা স্বৈরাচারকে উৎখাত করতে ছাত্র সমাজ রেখেছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। নব্বইয়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব মূলত ছাত্রদের হাতেই ছিল। আজও দেশ মহাসংকটে। খালেদা জিয়া বারবার বলছেন, এ মুহূর্তে এ সরকার হটানো প্রয়োজন। নতুবা দেশের আরো বড় ক্ষতি হবে। বারবার আহবান সর্বোপরি দেশের এহেন পরিস্থিতিতে আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নীরব-নিথর। যেন গুরুত্বপূর্ণ সভার দর্শক এরা। তাহলে কি ছাত্রদের কোন সমস্যা নেই। কিংবা সমস্যাহীন বাংলাদেশ। তা না হলে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠছে না কেন? ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র সংগঠনগুলো কি ভূমিকা রাখছে– এ বিষয়গুলো নিয়ে কথা হয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে। নিচে তাদের অভিমত তুলে ধরা হল ঃ

নাসির উদ্দীন আহমেদ পিন্টু

সাধারণ সম্পাদক

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল

দেশের সকল সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনের সাথে আন্দোলনের ব্যাপারে কথা

নাসির উদ্দীন আহমেদ পিন্টু

হয়েছে। অচিরেই একটি ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলব এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। কাজেই ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠছে না– এটা ঠিক নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছাত্র দল আন্দোলন করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার পুলিশ আর মস্তান দিয়ে ছাত্র দলের আন্দোলন ঠেকাতে ব্যস্ত। আমাদের ছাত্র দলের কর্মীরা ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং করলে হলে তাদের ঢুকতেও দেয়া হচ্ছে না। যারা একটু বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে চায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হচ্ছে। এত কিছুর পরও ছাত্র দল মিছিল-মিটিং ও সমাবেশে ছাত্ররা আসছে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করছে স্বৈরাচারকে। অতীতে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র দল অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু কোন মূল্যায়ন হয়নি। এবার দেশনেত্রী খালেদা জিয়া আশ্বাস দিয়েছে ছাত্র আন্দোলনে অবদান হলে যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে। ছাত্র দলে এখন কোন কোন্দল নেই। সারাদেশব্যাপী নেতারা সাংগঠনিক সফর করেছেন– যেন দেশব্যাপী এ জোরালো ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। অনেকের [illegible] ছাত্র দল সজল, তুহিন, মুজিবসহ ছাত্র [illegible]নেক নেতা-কর্মীর মৃত্যুতে যথার্থ [illegible] গড়ে তুলছে না। এটা ঠিক নয় [illegible] [illegible]০-এর পরআন্দো[illegible] [illegible]

মনিরুজ্জামান টিটু

সভাপতি

জাতীয় ছাত্র সমাজ

স্বৈরাচারিণী শেখ হাসিনার দুঃশাসন, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ শীঘ্রই মাঠে নামবে। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস করে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন সন্ত্রাসীদের দখলে। পুলিশ হলে সন্ত্রাসী ধরতে গিয়ে সন্ত্রাসীদেরই গুলীর মুখে পালিয়ে যায়। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে, সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি দাপটে রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একই হাল। এসব কারণে এ সরকারের পতনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। অচিরেই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র

মনিরুজ্জামান টিটু

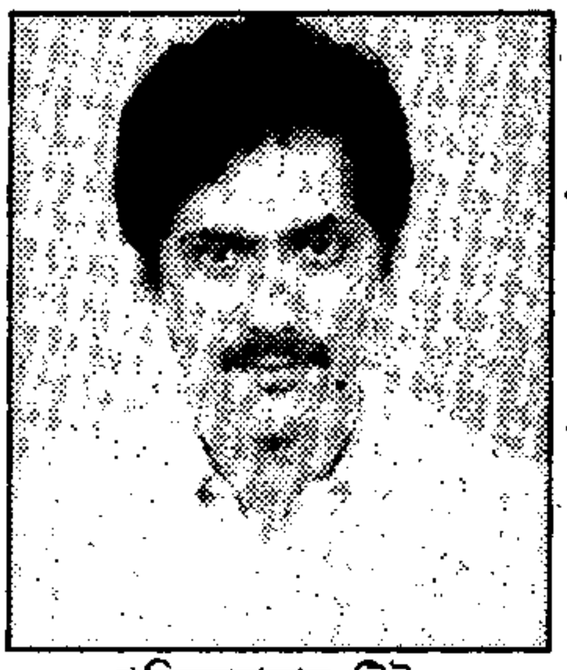

আন্দোলনে এ সরকার বিদায় নিবে। ছাত্র সমাজ জীবনবাজি রেখে হলেও এক দফার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির

স্বৈরাচার এ সরকারের সকল গণবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ছাত্র দলের পাশাপাশি

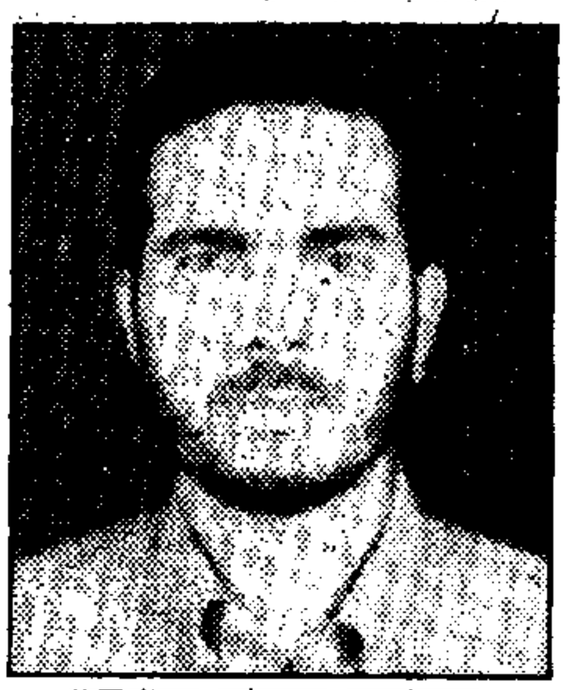

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

ছাত্র শিবিরও আন্দোলন সংগ্রাম প্রথম থেকেই করে আসছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগে অনিয়ম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডার শহীদ জিয়ার নাম মুছে ফেলা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারণ ও নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাত্র সমাজ করেছে। এসকল আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র দলের পাশাপাশি ছাত্র শিবির অনেক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবেই আন্দোলন করছে। এছাড়া জাতীয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও ছাত্ররা আন্দোলন করছে। তবে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের আন্দোলনে সকল জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে এ সরকারের স্বাধীনতাবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অচিরেই একটি কার্যকরী আন্দোলন গড়ে উঠবে। এ ব্যাপারে ছাত্রদল, জাগপা সমর্থিত ছাত্র লীগ এবং বিভিন্ন ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সাথেও আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

ইউসুফ আসগর

সাধারণ সম্পাদক

জাগপা ছাত্র লীগ

স্বৈরাচার, নির্যাতনকারী এবং সকলক্ষেত্রে দলীয়করণে চ্যাম্পিয়ন সর্বোপরি ভারতীয়

ইউসুফ আসগর

দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধী এ সরকারের বিরুদ্ধে অচিরেই একটি ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সে জন্য সমমনা দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। স্বয়ং বেগম খালেদা জিয়ার সাথেও আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়েছে। দেশ মহাসংকটে, অর্থনীতি বিপর্যস্ত, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ছাত্র সমাজ এজন্যই দেশ বাঁচাতে খুব শীঘ্রই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মুনতাসির আলী

সভাপতি

ইসলামী ছাত্র মজলিস

অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা গেছে, ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় গিয়েই বন্ধু সংগঠনসমূহের সাথে সহানুভূতি দেখায়নি। ফলশ্রুতিতে আজও সে কারণে দূরত্ব রয়ে গেছে। একথা সত্য যে, এদেশে ছাত্র আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য রয়েছে।

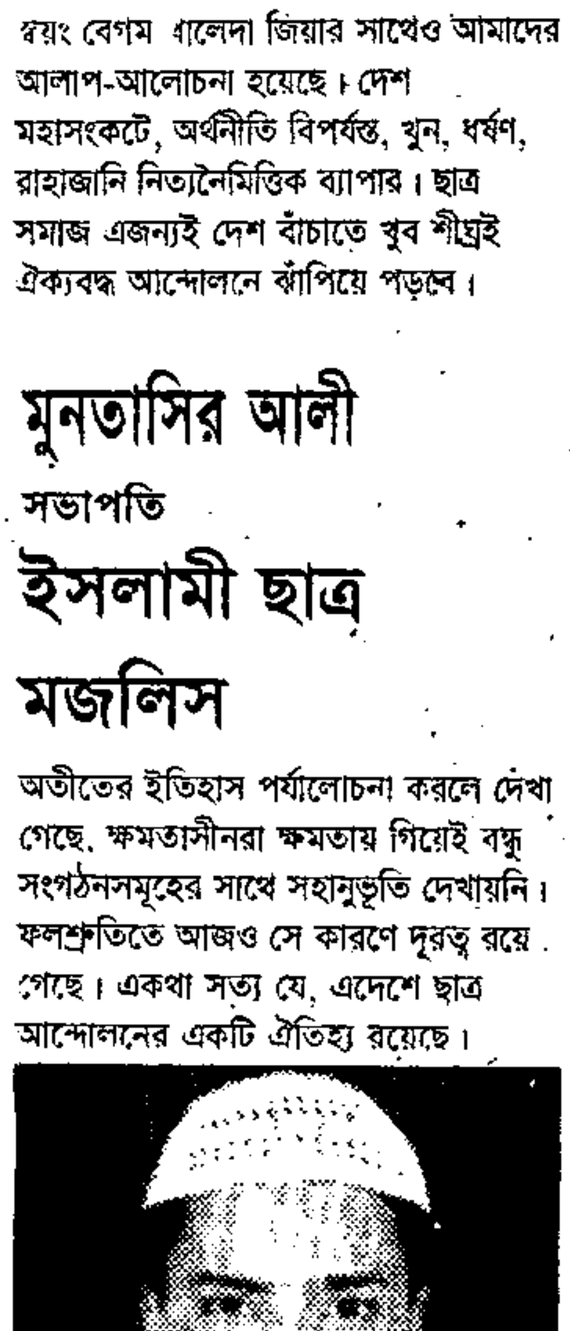

মুনতাসির আলী

ঐতিহ্যের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমরাও বদ্ধপরিকর। এ কারণে যে কোন ঐক্যবদ্ধ সরকার বিরোধী আন্দোলনে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে ঃ

সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ